মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন পেলেন মাসুদ অরুন

মেহেরপুর-১ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর চূড়ান্ত মনোনয়ন পেয়েছেন মাসুদ অরুন।

আজ বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক কার্যালয় থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র তুলে দেওয়া হয়।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেহেরপুর-১ আসনে মাসুদ অরুনকে মনোনীত করা হয়।

মনোনয়ন নিশ্চিত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই মেহেরপুর বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়। অনেক নেতা-কর্মী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট করেন। বিভিন্ন স্থানে মিষ্টি বিতরণের মধ্য দিয়ে মনোনয়নকে স্বাগত জানানো হয়।

স্থানীয় বিএনপি নেতারা জানান, চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার মাধ্যমে মেহেরপুর আসনে দলীয় কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল হবে। তৃণমূল পর্যায়ে গণসংযোগ ও সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

আলমডাঙ্গায় ৭১ বিএনপি নেতাকর্মীর জামায়াতে যোগদান

আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহেলা ইউনিয়নে বিএনপিসহ বিভিন্ন দলের ৭১ জন নেতাকর্মী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার রাত ৮টার সময় জেহেলা ইউনিয়নের পুঁটিমারী গ্রামে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত এক যোগদান অনুষ্ঠানে তারা জামায়াতের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দলে অন্তর্ভুক্ত হন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সহকারী সেক্রেটারি ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল। তিনি নবাগতদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন এবং জামায়াতের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

যোগদানকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সাবেক সভাপতি কাজী ইউনুস, সেক্রেটারি ইমারত, যুবদল নেতা সুরুজ আলী, আব্দুর রশীদ ব্যাপারী, ইসলাম ডাক্তার, কাউছার আলীসহ মোট ৭১ জন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আদর্শ নয় এটি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আদর্শ। এই আদর্শ মানবতার কল্যাণ, ন্যায়বিচার, সততা ও জবাবদিহিতার শিক্ষা দেয়। সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতি, বৈষম্য ও অন্যায় দূর করতে হলে এই আদর্শের কোনো বিকল্প নেই।
তিনি আরও বলেন, জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না; আমরা বিশ্বাস করি সেবার রাজনীতিতে। আজ যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তাদের নিয়ে একটি ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে চাই।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামীর আইন ও আদালত বিষয়ক সম্পাদক মো. দারুস সালাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা সেক্রেটারি মামুন রেজা, ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি মো. সাগর আহমেদ, এইচআরডি সম্পাদক আবু রায়হান, চুয়াডাঙ্গা পৌর সভাপতি মো. রাব্বি হাসান, ছাত্রশিবির জেহেলা ইউনিয়ন সভাপতি মো. শ্রাবণ আহমেদ, জেহেলা ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর সহকারী অধ্যাপক মো. হুমায়ুন কবির, সেক্রেটারি তৌহিদুল ইসলাম মৃদুল, সহকারী সেক্রেটারি আব্দুর রহমান, ইউনিয়ন সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীরসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

গাংনী আসনে বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন পেলেন আমজাদ হোসেন

মেহেরপুর-২ গাংনী আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর চূড়ান্ত মনোনয়ন পেয়েছেন মোঃ আমজাদ হোসেন। বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক কার্যালয় থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র তুলে দেওয়া হয় তার হাতে।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গাংনী আসনে আমজাদ হোসেনকে মনোনীত করা হয়।

মনোনয়ন নিশ্চিত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গাংনী বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়। অনেক নেতা-কর্মী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট করেন। বিভিন্ন স্থানে মিষ্টি বিতরণের মধ্য দিয়ে মনোনয়নকে স্বাগত জানানো হয়।

মনোনয়নপত্র সংগ্রহের পর প্রতিক্রিয়ায় মোঃ আমজাদ হোসেন বলেন, দল আমার ওপর যে আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছে, আমি তার যথাযথ মূল্যায়ন করতে চাই। গাংনীর সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, ন্যায্য অধিকার ও উন্নয়নের দাবিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে চাই।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান সময়ে দেশের মানুষ গণতন্ত্র, ভোটাধিকার ও ন্যায়বিচার ফিরে পেতে মুখিয়ে আছে। সেই লক্ষ্যেই বিএনপি কাজ করে যাচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি, গাংনীর জনগণ আমাদের এই আন্দোলন ও নির্বাচনী যাত্রায় সক্রিয়ভাবে পাশে থাকবে এবং ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করবে।

এদিকে স্থানীয় বিএনপি নেতারা জানান, চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার মাধ্যমে গাংনী আসনে দলীয় কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল হবে। তৃণমূল পর্যায়ে গণসংযোগ ও সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনটি রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি আসন হিসেবে পরিচিত। এ আসনে বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন ঘোষণাকে ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় জামায়াত প্রার্থীদের পক্ষে মনোনয়নপত্র উত্তোলন

চুয়াডাঙ্গা ১ ও ২ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জেলা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেলের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন সাবেক ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা সভাপতি ও যুগ্ম নির্বাচন পরিচালক কাইমু উদ্দিন হিরোক।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের অর্থ সম্পাদক কামাল উদ্দিন, নির্বাচন পরিচালক নূর মোহাম্মদ হোসেন টিপু, আইন বিষয়ক সম্পাদক দারুস সালাম, ইসলামী ছাত্রশিবিরের সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি পারভেজ আলম, আলমডাঙ্গা পৌর জামায়াতের আমীর মাহের আলী, চুয়াডাঙ্গা পৌর জামায়াতের আমীর হাসিবুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা সেক্রেটারি মামুন রেজা, সদর উপজেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি শাহেন উজ্জামান ও পৌর জামায়াতের নায়েবে আমীর মাহবুব আশিক প্রমুখ।

অন্যদিকে বেলা ১১টায় চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে জামায়াতের মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও মজলিসে শূরার সদস্য রুহুল আমিনের পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নির্বাচন পরিচালক আজিজুর রহমান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর জেলা সেক্রেটারি আসাদুজ্জামান, ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি সাগর আহমেদ, দর্শনা থানা আমীর রেজাউল করিম, জীবননগর উপজেলা সেক্রেটারি

মাহফুজুর রহমান ও জেলা কর্মপরিষদ সদস্য মহিউদ্দিন প্রমুখ।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মশিউর রহমান জানান, চুয়াডাঙ্গা-১ ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে ইতোমধ্যে একাধিক প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অন্যান্য আগ্রহী প্রার্থীরাও মনোনয়নপত্র উত্তোলন করতে পারবেন।

ঢাকায় যাচ্ছেন মেহেরপুরের ৫ হাজার বিএনপি নেতাকর্মী

দীর্ঘ ১৭ বছর পর আগামী ২৫ ডিসেম্বর দেশে ফিরছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এ খবরে রাজনৈতিক অঙ্গনে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা ও জল্পনা।

দলীয় প্রধানের আগমনকে ঘিরে প্রস্তুতি সভা ও আনন্দ মিছিল করছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

ইতোমধ্যে ঢাকায় যাওয়ার জন্য বাস ও মাইক্রোবাস ভাড়াসহ নানা প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। জেলাজুড়ে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলা থেকে তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে ঢাকায় যাবেন প্রায় ৫ হাজার নেতাকর্মী। এ জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাস ও মাইক্রোবাস প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিল্টন জানান, বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠন মিলিয়ে প্রায় ৫ হাজার নেতাকর্মী ঢাকায় যাবেন। ইতোমধ্যে বাস ও মাইক্রোবাস ভাড়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে মেহেরপুরে বিএনপির আনন্দ মিছিল

দীর্ঘ ১৭ বছরের প্রবাসজীবন শেষে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আগামী ২৫ ডিসেম্বর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে মেহেরপুরে জেলা বিএনপির উদ্যোগে আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র কার্যালয় থেকে একটি বিশাল আনন্দ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। এ সময় নেতাকর্মীরা তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে বিভিন্ন স্লোগানে পুরো এলাকা মুখরিত করে তোলেন।

নেতারা বলেন, তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিএনপি ও দেশের রাজনীতির জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এর মাধ্যমে দল আরও শক্তিশালী হবে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন নতুন গতি লাভ করবে। সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুরেও এ উপলক্ষে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে।

মিছিলের নেতৃত্ব দেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। এতে অংশগ্রহণ করেন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, রোমান আহমেদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহসহ জেলা, উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।

মেহেরপুরে বিএনপির চিফ এজেন্ট অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ (মেহেরপুর সদর-মুজিবনগর) আসনে বিএনপি মনোনীত চিফ এজেন্ট হিসেবে মনোনীত হয়েছেন সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন।

মেহেরপুরে গণঅধিকার পরিষদ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র উত্তোলন

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি হিসেবে বাংলাদেশ গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থীরা মেহেরপুরের দুটি আসন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

মেহেরপুর-১ আসনে দলের প্রার্থী হিসেবে মেহেরপুর জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি সাইফুল ইসলাম মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেন।

অন্যদিকে, মেহেরপুর-২ আসনে দলের প্রার্থী হিসেবে বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রাইসুল হক মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক মিনারুল ইসলাম এবং মেহেরপুর জেলা ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি আলমগীর হোসেন।

গণঅধিকার পরিষদের নেতারা জানান, দলটি আসন্ন নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করবে। নির্বাচনী প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এই মনোনয়নপত্র সংগ্রহকে তারা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন।

মেহেরপুরে স্বতন্ত্র প্রার্থী ডা. সজিবুল হকের মনোনয়নপত্র উত্তোলন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ (মেহেরপুর সদর-মুজিবনগর) আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ডা. সজিবুল হক।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) দুপুর সোয়া ১টার দিকে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার অনুপস্থিত থাকায় সহকারী রিটার্নিং অফিসার এবং মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলামের কাছ থেকে তিনি এ ফরম সংগ্রহ করেন।

মনোনয়নপত্র গ্রহণের পর ডা. সজিবুল হক বলেন, ‘নির্বাচিত হলে আমি মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাজ করব। অসহায়, গরিব ও দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াব। বেকারত্ব দূরীকরণে বিভিন্ন উদ্যোগ নেব এবং রাস্তাঘাটসহ এলাকার সার্বিক উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করব।’

এ সময় তার সঙ্গে স্থানীয় সমর্থক, নেতাকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ অনুষ্ঠিতব্য এ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমার শেষ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর। মেহেরপুর-১ আসনটি এবারও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতে যাচ্ছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

নারী প্রার্থী হিসেবে আলোচনায় রোমানা আহমেদ

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সাবেক শিশু বিষয়ক সম্পাদক রোমানা আহমেদ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসন থেকে সংসদ সদস্য প্রার্থী হতে মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেছেন।

একজন নারী প্রার্থী হিসেবে তাঁর মনোনয়ন উত্তোলনকে ঘিরে স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলামের কাছ থেকে রোমানা আহমেদের প্রতিনিধি দল আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করে।

দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতিতে সক্রিয় রোমানা আহমেদ তৃণমূল পর্যায়ে একজন পরিচিত ও জনপ্রিয় মুখ। তিনি এর আগে টানা দুইবার মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় তাঁর এই অভিজ্ঞতা তাঁকে শক্তিশালী নারী নেতৃত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মেহেরপুর-১ আসনে একজন অভিজ্ঞ নারী প্রার্থীর মনোনয়ন উত্তোলন বিএনপির জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এতে নারী ভোটারদের পাশাপাশি তরুণ ভোটারদের মধ্যেও ইতিবাচক সাড়া পড়তে পারে বলে মনে করছেন তারা।

মনোনয়নপত্র উত্তোলনের সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হোসেন মিন্টু, সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সৌরভ হোসেন, জেলা মহিলা দলের সহসভাপতি সাবিয়া সুলতানাসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নারী নেতাকর্মীরা।

রোমানা আহমেদের মনোনয়ন উত্তোলনের খবরে জেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে উৎসাহ ও প্রত্যাশা দেখা দিয়েছে। নারী নেতৃত্বের অগ্রযাত্রায় তাঁর এই পদক্ষেপ মেহেরপুরের রাজনীতিতে

নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।